গঠনতন্ত্র
জাতীয় পার্টি

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র

প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক আমলের ঘুণেধরা আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন করিয়া স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি নতুন রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টির বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়া জাতীয় পার্টির জন্ম ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পল্লীবন্ধুর উপাধিতে ভূষিত থাকিবেন। জাতীয় পার্টি গঠনের নেপথ্যে অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য রওশন এরশাদ প্রতিষ্ঠাতা কো-চেয়ারম্যান হিসেবে সম্মানিত থাকিবেন।

বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের সুদীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা হইল একটি স্বাধীন দেশ, একটি সার্বভৌম জাতি, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং একটি সামাজিক ন্যায়বিচার-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। এইগুলিই ছিল ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মৌল লক্ষ্য। এই আকাঙ্ক্ষাই দেশের লাখো লাখো বীর সন্তানকে চরম আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দৃঢ়মূল ভিত্তি প্রদান, শত শত বছর ধরিয়া লালিত আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থার অবসান ঘটাইয়া স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া তোলা এবং অধিকতর সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের লক্ষ্যে কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে পরিপূর্ণ ঐক্য গড়িয়া তোলার আকাঙ্ক্ষা পূরণ জাতীয় পার্টির লক্ষ্য।

দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ইসলামী আদর্শ সমাজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার এবং তাহার ভিত্তিতে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের সযত্ন প্রয়াস এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্ব-স্ব ধর্মানুযায়ী আচার পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য ও স্বীকৃতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জাতীয় পার্টির উদ্দেশ্য।

অতীতের গণসংগ্রামগুলির ইতিবাচক শিক্ষাকে অনুধাবন করিয়া, জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সুসংগঠিত করিয়া দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়-বিচার-ভিত্তিক সমাজ কাঠামো গড়ার উদ্দেশ্যে জাতীয় পার্টির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

ধারা–১

নাম ও ঠিকানা

উপ-ধারা :

১. এই প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে জাতীয় পার্টি। ইংরেজিতে ইহার নাম হইবে JATIYO PARTY.

২. বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠিত হইবে। অনুরূপভাবে জেলা/মহানগর, উপজেলা/থানা ও পৌরসভায় শাখা অফিস থাকিবে।

ধারা–২

জাতীয় পার্টির পতাকা

উপ-ধারা :

১. জাতীয় পার্টির নিজস্ব পতাকা থাকিবে।

২. দলের পতাকার পটভূমি সবুজ ও লাল রং হইবে। পাশাপাশিভাবে সবুজ ও লাল রং, মধ্যভাগে খচিত হইবে হলুদ রং-এর তারকা।

৩. গাঢ় সবুজের আস্তরণ এ দেশের শস্য শ্যামল প্রকৃতির রূপ।

৪. লাল রং রক্ত বিধৌত স্বাধীনতার চেতনার প্রতীক।

৫. হলুদ রং-এর তারকা পার্টির পাঁচটি মূলনীতির প্রতীক।

ধারা–৩

জাতীয় পার্টির প্রতীক ও মনোগ্রাম

উপ-ধারা :

১. জাতীয় পার্টির একটি প্রতীক থাকিবে। প্রতীকটি হইবে লাঙ্গল।

২. জাতীয় পার্টির একটি মনোগ্রাম থাকিবে। মনোগ্রামে পাশাপাশিভাবে সবুজ ও লাল পটভূমি সমভাগে গোলাকৃতি হইবে; দুই পাশে সোনালি রং-এর ধান ও গমের শীষ খচিত থাকিবে। মধ্যভাগে সাদা রং-এর লাঙ্গল থাকিবে। সবুজ ও লাল গোলাকৃতির পটভূমির নিচে কালো রং-এর জাতীয় পার্টি লেখা এবং উপরিভাগে কালো রং-এর রেখাতে সাদার মধ্যে একটি তারকা খচিত থাকিবে। সমুদয় অংকনসমূহ একটি কালো রংয়ের রেখাবৃত্ত দ্বারা পরিমণ্ডিত থাকিবে।

৩. সবুজ ও লাল রং-এর পটভূমি শস্য-শ্যামল বাংলাদেশ ও রক্ত বিধৌত স্বাধীনতার প্রতীক। মাঝে সাদা রং-এর লাঙ্গল কর্মোদ্যম সৌভাগ্য শান্তি সৌম্যতার প্রতীক। কালো রং-এর ধান ও গমের শীষ সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বয়ম্ভরতার প্রতীক। সাদার মাঝে কালো রেখা দ্বারা খচিত পাঁচ কোণ বিশিষ্ট তারকা দলের পাঁচটি মূলনীতির প্রতীক।

ধারা–৪

মৌলিক আদর্শ ও মূলনীতি

জাতীয় পার্টির মৌলিক আদর্শ

১। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব
২। ইসলামী আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা
৩। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ
৪। গণতন্ত্র
৫। সামাজিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক মুক্তি।

জাতীয় পার্টির মূলনীতি

১। ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সকল মৌলিক রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য (National Consensus) এবং বাংলাদেশি জাতির জাতীয় ঐক্য অর্জন।
২। জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশ করা। সকল প্রকার আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ এবং তাদের এদেশীয় সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা এবং বিশ্বের সকল জাতি, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম দেশগুলির আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে একাত্মতা অর্জন।
৩। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ সংরক্ষণ।
৪। সামজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
৫। সামাজিক প্রগতির পূর্বশর্ত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্বিঘ্ন করা এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহের দৃঢ়মূল ভিত্তি প্রদান।
৬। স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে জাতীয় পুঁজি বিকাশের পথ উন্মুক্তকরণ এবং দেশজ ও আয়ত্তাধীন প্রযুক্তির ভিত্তি নির্মাণ।
৭। কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের মাধ্যমে কৃষকের অবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন।
৮। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবিচল শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন, সমাজ জীবনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মমতের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ।
৯। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের (Ethnic Minorities) নিজস্ব কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিকাশ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ।
১০। দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন।

উক্ত মৌলিক আদর্শ ও মূলনীতির আলোকে প্রণীত রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং জাতীয় পার্টির ঘোষণাপত্রে বিবৃত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক গঠিত কমিটিসমূহের ওপর অর্পিত থাকিবে।

ধারা–৫

জাতীয় পার্টির সদস্য পদ
সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

উপ-ধারা :

১. ১৮ বৎসর বা ততোধিক বয়সের যে কোনো প্রকৃত ও সৎ বাংলাদেশি নাগরিক জাতীয় পার্টির প্রাথমিক সদস্য হইতে পারিবেন। প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সংগঠনের ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচির প্রতি অবশ্যই আনুগত্য ঘোষণা করিতে হইবে।

২. আবেদনকারীকে সংগঠনের সুনির্দিষ্ট রসিদের বিনিময়ে ধার্যকৃত প্রাথমিক সদস্যপদ চাঁদা প্রদান করিয়া সংগঠনের নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করিতে হইবে।

৩. প্রত্যেকটি শাখা অফিস আঞ্চলিক সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ করিবে। পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পার্টির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের নাম ও ঠিকানাসমূহ বিধিসম্মতভাবে সংরক্ষিত হইবে।

৪. অন্য কোনো রাজনৈতিক দল হইতে কোনো ব্যক্তি জাতীয় পার্টিতে যোগ দিতে চাহিলে প্রথমে তাহাকে পূর্বের দল হইতে পদত্যাগ করিয়া উহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে।

ধারা–৬ :

পার্টির চাঁদা

উপ-ধারা :

১. সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদ চাঁদা ১০০ টাকা এবং বাৎসরিক সদস্যপদ নবায়ন চাঁদা ১০০ টাকা হইবে।

২. চাঁদা সংগ্রহের রসিদ বই অবশ্যই ক্রমিক সংখ্যা ও মুড়িযুক্ত হইতে হইবে এবং এই রসিদ বই ছাপানো ও সরবরাহের অধিকার একমাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কাছে সংরক্ষিত থাকিবে।

৩. সদস্যপদের চাঁদা বাবদ সংগৃহীত অর্থ পার্টির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা হইবে।

ধারা–৭ :

সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা

উপ-ধারা :

১. বাংলাদেশের আইনানুগ নাগরিক নন এমন কোনো ব্যক্তি জাতীয় পার্টির সদস্য হওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হইবেন।

২. গোপন সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী ও সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতাবিরোধী ও গণবিরোধী কোনো ব্যক্তিকে জাতীয় পার্টির সদস্যপদ দেওয়া হইবে না।

৩. অপ্রকৃতিস্থ ও আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত কোনো ব্যক্তি জাতীয় পার্টির সদস্যপদ লাভের জন্য বিবেচিত হইবেন না।

৪. যদি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হন– তাহা হইলে জাতীয় পার্টির সদস্য হওয়ার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হইবেন।

ধারা–৮

সদস্য পদ বাতিল

উপ–ধারা :

এই ধারা বলে কোনো সদস্যের পদ বাতিলযোগ্য হইবে যদি–

১. তাহার বিরুদ্ধে আনীত সংগঠনের শৃঙ্খলা, আদেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

২. তিনি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।

৩. তিনি অপ্রকৃতস্থ প্রমাণিত হন।

৪. জাতীয় পার্টি কর্তৃক মনোনীত কোনো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার পর অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করিলে অথবা যোগদান না করিয়া প্রেসিডিয়ামের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পার্টি চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমোদন ছাড়া অন্য কোনো দলীয় সরকারের যে কোনো পদ গ্রহণ করিলে (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, চিফ হুইপ, হুইপ এবং সরকার কর্তৃক যে কোনো মনোনীত পদ) তাহার প্রাথমিক সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা–৯

জাতীয় পার্টির কাঠামোগত বিন্যাস

উপ-ধারা :

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন স্তরে জাতীয় পার্টি গঠিত হইবে:

১. গ্রাম পর্যায়ে ইউনিট নির্বাহী কমিটি (ইউনিয়ন ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি)

২. ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি

৩. উপজেলা/থানা নির্বাহী কমিটি

৪. পৌর এলাকায় ইউনিট নির্বাহী কমিটি (পৌর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি)

৫. পৌর নির্বাহী কমিটি/জেলা/সিটি কর্পোরেশন
(ঢাকা মহানগর উত্তর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ)

৬. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

৭. জাতীয় কাউন্সিল।

(খ) এছাড়াও জাতীয় পার্টির তিনটি বিশেষ কমিটি থাকিবে; যথা–

১. পার্লামেন্টারি বোর্ড

২. পার্লামেন্টারি পার্টি

৩. উপদেষ্টা পরিষদ (পার্টি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)।

(গ) প্রেসিডিয়ামের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোনো জেলা/মহানগরে আয়তন ও জনসংখ্যার বিবেচনায় বিভক্ত করা যাইবে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভক্তিত অংশ জেলা কমিটির মর্যাদা লাভ করিবে।

ধারা–১০

জাতীয় পার্টির বিভিন্ন স্তরের নির্বাহী কমিটি ও গঠন প্রণালী

ইউনিট পর্যায়ে

১। **(ক)** গ্রাম পর্যায়ে ইউনিট নির্বাহী কমিটি (ইউনিয়ন ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি) ৪১ সদস্যবিশিষ্ট

১.	সভাপতি	১ জন
২.	সহ-সভাপতি	৩ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	২ জন
৫.	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬.	অর্থ সম্পাদক	১ জন
৭.	প্রচার সম্পাদক	১ জন
৮.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
৯.	কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১০.	এন.জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১১.	ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	১ জন
১২.	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৩.	মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
১৪.	যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৫.	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৬.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৭.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৮.	সদস্য	২১ জন

(খ) গঠন প্রণালী : ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পার্টির সদস্যদের ভোটে ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত হইবে। কমিটির মেয়াদ ২ বৎসর হইবে। কিন্তু পরবর্তী কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কমিটির কার্যকাল বহাল থাকিবে।

শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত কমিটি গঠনে ন্যূনতম ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ করার প্রয়াস থাকিতে হইবে। তবে ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ বাধ্যতামূলক নয়।

(গ) কমিটি কোনো কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচিত কমিটি না থাকিলে পরবর্তীতে যথাসময়ে নির্বাচন করিয়া কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য ইউনিয়ন কমিটি একটি এডহক (অস্থায়ী) কমিটি মনোনয়নের মাধ্যমে গঠন করিবে। এডহক কমিটি গঠনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৪ মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

ইউনিয়ন পর্যায়ে

২। **(ক)** ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি ৫১ সদস্যবিশিষ্ট

১.	সভাপতি	১ জন
২.	সহ-সভাপতি	৫ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	৪ জন
৫.	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬.	অর্থ সম্পাদক	১ জন
৭.	প্রচার সম্পাদক	১ জন
৮.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
৯.	শ্রম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১০.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১১.	কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১২.	এন.জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৩.	ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	১ জন
১৪.	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৫.	মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
১৬.	যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৭.	সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৮.	জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৯.	শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২০.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২১.	সদস্য	২৪ জন

(খ) গঠন প্রণালী : ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ওয়ার্ডের পার্টির সদস্যদের ভোটে ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ কমপক্ষে প্রতি ওয়ার্ড হইতে ১০ সদস্যের ভোটার হিসাবে উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়, তবে অবশ্য পালনীয় নয়। কমিটির মেয়াদ ২ বৎসর হইবে। কিন্তু পরবর্তী কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কমিটির কার্যকাল বহাল থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত কমিটি গঠনে ন্যূনতম ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ করার প্রয়াস থাকিতে হইবে। তবে ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ বাধ্যতামূলক নয়।

(গ) কমিটি কোনো কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচিত কমিটি না থাকিলে পরবর্তীতে যথাসময়ে নির্বাচন করিয়া কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য উপজেলা কমিটি একটি এডহক (অস্থায়ী) কমিটি মনোনয়নের মাধ্যমে গঠন করিবে। এডহক কমিটি গঠনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৪ মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

উপজেলা/থানা পর্যায়ে

৩। **(ক)** উপজেলা নির্বাহী কমিটি ৭১ সদস্যবিশিষ্ট

১. সভাপতি	১ জন
২. সহ-সভাপতি	৫ জন
৩. সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	৩ জন
৫. সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬. যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক	২ জন
৭. অর্থ সম্পাদক	১ জন
৮. যুগ্ম অর্থ সম্পাদক	১ জন
৯. প্রচার সম্পাদক	১ জন
১০. যুগ্ম প্রচার সম্পাদক	১ জন
১১. দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১২. যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১৩. কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৪. যুগ্ম কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৫. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৬. যুগ্ম সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৭. এন.জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৮. যুগ্ম এন.জি.ও বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৯. ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২০. যুগ্ম ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২১. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২২. যুগ্ম ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৩. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৪. যুগ্ম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৫. মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
২৬. যুগ্ম মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
২৭. যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৮. যুগ্ম যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৯. সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩০. যুগ্ম সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩১. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩২. যুগ্ম স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৩. সমবায় বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৪. যুগ্ম সমবায় বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৫. শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৬. যুগ্ম শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৭. আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৮. যুগ্ম আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক	১ জন
৪০. সদস্য	২৫ জন

উপজেলা/থানা নির্বাহী কমিটিতে সর্বোচ্চ ৯ সদস্য বিশিষ্ট্য উপদেষ্টা পরিষদ থাকিতে পারিবে। উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী কমিটিকে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে উপদেশ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন। তাঁহারা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

(খ) গঠন প্রণালী : উপজেলা/থানা নির্বাহী কমিটি দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রতি দুই বৎসর পর পর নির্বাচিত হইবে। তবে কোনো কারণে পরবর্তী কমিটি গঠনে বিলম্ব হইলে নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন কমিটি কার্য চালাইয়া যাইবে।

শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত কমিটি গঠনে ন্যূনপক্ষে ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরন করার প্রয়াস থাকিতে হইবে। তবে ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ বাধ্যতামূলক নয়।

(গ) উপজেলা/থানা কাউন্সিল : উপজেলা/থানা নির্বাচিত নির্বাহী/আহ্বায়ক কমিটির সকল সদস্য উপজেলা/থানার অন্তর্গত প্রতিটি ইউনিয়ন হইতে ১৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবে। কাউন্সিলরগণ অবশ্যই পার্টির ইউনিয়ন কমিটির সদস্য হইবে। ইহা ছাড়া ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে উপজেলা/থানা কাউন্সিলের কাউন্সিলর হইবে।

উপরোল্লিখিত কাউন্সিলরদের ভোটে উপজেলা/থানা নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করা হইবে।

(ঘ) কমিটি কোনো কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচিত কমিটি না থাকিলে পরবর্তীতে যথাসময়ে নির্বাচন করিয়া কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য জেলা কমিটি একটি এডহক (অস্থায়ী) কমিটি মনোনয়নের মাধ্যমে গঠন করিবে। এডহক কমিটি গঠনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৪ মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) জেলা কাউন্সিলের জন্য উপজেলা/থানা জাতীয় পার্টির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল শেষে উপজেলা/থানা কমিটির প্রথম সভায় কমিটির সদস্যদের মধ্যে হইতে ২৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত করিবে।

পৌর এলাকা পর্যায়ে

৪। **(ক)** পৌর এলাকায় ইউনিট নির্বাহী কমিটি (পৌর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি) ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট

১. সভাপতি	১ জন
২. সহ-সভাপতি	৩ জন
৩. সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	২ জন

৫.	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬.	অর্থ সম্পাদক	১ জন
৭.	প্রচার সম্পাদক	১ জন
৮.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
৯.	কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১০.	সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১১.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১২.	এন.জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৩.	ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	১ জন
১৪.	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৫.	মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
১৬.	জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৭.	যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৮.	শ্রম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৯.	শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২০.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২১.	সদস্য	১২ জন

(খ) **গঠন প্রণালী :** পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পার্টির সদস্যদের ভোটে পৌর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হইবে।

শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত কমিটি গঠনে ন্যূনতম ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ করার প্রয়াস থাকিতে হইবে। তবে আপাতত ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ বাধ্যতামূলক নয়।

(গ) কমিটি কোনো কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচিত কমিটি না থাকিলে পরবর্তীতে যথাসময়ে নির্বাচন করিয়া কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য পৌরসভা কমিটি একটি এডহক (অস্থায়ী) কমিটি মনোনয়নের মাধ্যমে গঠন করিবে। এডহক কমিটি গঠনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৪ মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

পৌরসভা পর্যায়ে

৫। (ক) পৌরসভা নির্বাহী কমিটি ৭১ সদস্যবিশিষ্ট

১.	সভাপতি	১ জন
২.	সহ-সভাপতি	৫ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন

৪.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	৩ জন
৫.	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬.	যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক	২ জন
৭.	অর্থ সম্পাদক	১ জন
৮.	যুগ্ম অর্থ সম্পাদক	১ জন
৯.	প্রচার সম্পাদক	১ জন
১০.	যুগ্ম প্রচার সম্পাদক	১ জন
১১.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১২.	যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১৩.	কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৪.	যুগ্ম কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৫.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৬.	যুগ্ম সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৭.	এন.জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৮.	যুগ্ম এন.জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৯.	ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২০.	যুগ্ম ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২১.	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২২.	যুগ্ম ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৩.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৪.	যুগ্ম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৫.	মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
২৬.	যুগ্ম মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
২৭.	যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৮.	যুগ্ম যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৯.	সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩০.	যুগ্ম সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩১.	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩২.	যুগ্ম স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৩.	সমবায় বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৪.	যুগ্ম সমবায় বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৫.	শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৬.	যুগ্ম শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৭.	আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৮.	যুগ্ম আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৯.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক	১ জন
৪০.	সদস্য	২৫ জন

পৌরসভা নির্বাহী কমিটিতে সর্বোচ্চ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট্য উপদেষ্টা পরিষদ থাকিতে পারিবে। উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী কমিটিকে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে উপদেশ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন। তাঁহারা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

(খ) **গঠন প্রণালী :** পৌর নির্বাহী কমিটি দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রতি দুই বৎসর পর পর নির্বাচিত হইবে। তবে কোনো কারণে পরবর্তী কমিটি গঠনে বিলম্ব হইলে নূতন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন কমিটি কার্য চালাইয়া যাইবে।

শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত কমিটি গঠনে ন্যূনতম ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ করার প্রয়াস থাকিতে হইবে। তবে আপাতত ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ বাধ্যতামূলক নয়।

(গ) **পৌর কাউন্সিল :** পৌরসভা নির্বাচিত নির্বাহী/আহ্বায়ক কমিটির সকল সদস্য কাউন্সিলর হইবেন। পৌর অন্তর্গত প্রতি ওয়ার্ড হইতে ১৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবেন। কাউন্সিলরগণ অবশ্যই পার্টির ওয়ার্ড কমিটির সদস্য হইবেন। ইহা ছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে পৌর কাউন্সিলের কাউন্সিলর হইবেন।

উপরোল্লেখিত কাউন্সিলরদের ভোটে পৌর নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করা হইবে।

(ঘ) কমিটি কোনো কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচিত কমিটি না থাকিলে পরবর্তীতে যথাসময়ে নির্বাচন করিয়া কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য জেলা কমিটি একটি এডহক (অস্থায়ী) কমিটি মনোনয়নের মাধ্যমে গঠন করিবে। এডহক কমিটি গঠনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৪ মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) জেলা কাউন্সিলের জন্য পৌর কমিটির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের পর পৌর কমিটির প্রথম সভায় কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে যে কোনো ২৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত করিবে।

৬। (ক-১) জেলা/মহানগর নির্বাহী কমিটি ১১১ সদস্যবিশিষ্ট

ঢাকা মহানগর উত্তর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ, চট্টগ্রাম মহানগর, রাজশাহী মহানগর, খুলনা মহানগর, সিলেট মহানগর, বরিশাল মহানগর, রংপুর মহানগর, গাজীপুর মহানগর, নারায়ণগঞ্জ মহানগর, ময়মনসিংহ মহানগর কমিটিসমূহ অন্যান্য জেলা কমিটির ন্যায় একই পদ্ধতিতে গঠিত হইবে, একই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে।

১.	সভাপতি	১ জন
২.	সহ-সভাপতি	৭ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন

৪.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	৪ জন
৫.	সহকারী সাধারণ সম্পাদক	৪ জন
৬.	সাংগঠনিক সম্পাদক	৫ জন
৭.	যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক	৫ জন
৮.	অর্থ সম্পাদক	১ জন
৯.	যুগ্ম অর্থ সম্পাদক	১ জন
১০.	প্রচার সম্পাদক	১ জন
১২.	যুগ্ম প্রচার সম্পাদক	১ জন
১৩.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১৪.	যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১৫.	কৃষি সম্পাদক	১ জন
১৬.	যুগ্ম কৃষি সম্পাদক	১ জন
১৭.	শ্রম সম্পাদক	১ জন
১৮.	যুগ্ম শ্রম সম্পাদক	১ জন
১৯.	তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	১ জন
২০.	যুগ্ম তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	১ জন
২১.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন
২২.	যুগ্ম সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন
২৩.	শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৪.	যুগ্ম শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৫.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৬.	যুগ্ম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৭.	এন.জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৮.	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৯.	মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
৩০.	যুগ্ম মহিলা সম্পাদিকা	১ জন
৩১.	যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩২.	যুগ্ম যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৩.	সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৪.	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৫.	যুগ্ম-স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন.
৩৬.	সমবায় বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৭.	শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৮.	যুগ্ম শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৯.	আইন বিষয় সম্পাদক	১ জন
৪০.	যুগ্ম আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪১.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক	১ জন
৪২.	যুগ্ম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক	১ জন
৪৩.	সদস্য	৪৭ জন

(ক-২) জেলা/মহানগর নির্বাহী কমিটিতে সর্বোচ্চ ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে। উপজেলা পরিষদ কার্যকরী কমিটিকে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন। তাঁহারা কার্য নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

(ক-৩) যেকোনো পৌরসভা যদি মহানগরে রূপান্তরিত হয় তবে তা পূর্ণাঙ্গ জেলার সাংগঠনিক মর্যাদা লাভ করিবে।

(খ) গঠন প্রণালী : জেলা/মহানগর নির্বাহী কমিটি দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রতি দুই বৎসর পর পর নির্বাচিত হইবে। তবে কোনো কারণে পরবর্তী কমিটি গঠনে বিলম্ব হইলে নূতন কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন কমিটি কার্য চালাইয়া যাইবে।

শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত সকল কমিটিসমূহ গঠনে ন্যূনতম ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ করার প্রয়াস থাকিতে হইবে। তবে ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ বাধ্যতামূলক নয়।

(গ) জাতীয় পার্টির জেলা/মহানগর কাউন্সিল গঠিত হইবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে :
জেলা/মহানগর নির্বাচিত নির্বাহী/আহ্বায়ক কমিটির সকল সদস্য জেলা কাউন্সিলের কাউন্সিলর হইবেন।

উপজেলা/থানা দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে উপজেলা/থানা কমিটি নির্বাচনের সময় প্রত্যেক উপজেলা/থানা হইতে ২৫ জন কাউন্সিলর সংশ্লিষ্ট জেলা/মহানগর কমিটি নির্বাচনের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হইবেন।

উক্ত ২৫ জন ছাড়া উপজেলা/থানা (যদি থাকে) কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং তার অধীন প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলর হইবেন।

পৌর দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে পৌর কমিটি নির্বাচনের সময় প্রত্যেক পৌর এলাকা হইতে সংশ্লিষ্ট জেলা/মহানগর কমিটি নির্বাচনের জন্য ২৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত করিবে। পৌর কমিটি (যদি থাকে) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট জেলা/মহানগর কমিটি নির্বাচনের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হইবেন।

উপরোল্লেখিত কাউন্সিলরদের ভোটে জেলা/মহানগর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে।

(ঘ) কমিটি কোনো কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচিত কমিটি না থাকিলে পরবর্তীতে যথাসময়ে নির্বাচন করিয়া কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য চেয়ারম্যান একটি এডহক (অস্থায়ী) কমিটি মনোনয়নের মাধ্যমে গঠন করিবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের জন্য জেলা/মহানগর কমিটির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের পর প্রথম সভায় সংশ্লিষ্ট জেলা/মহানগর কমিটি হইতে যে কোনো ৩৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত করিবেন।

ধারা–১১

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি
২৯৯ সদস্যবিশিষ্ট

উপ-ধারা :

১. জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি হইবে পার্টির নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী এবং নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রীয় কমিটি। ইহা সংক্ষেপে কেন্দ্রীয় কমিটি নামে অভিহিত হইবে।

২. জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হইবে। ২৯৯ জন সদস্য সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হইবে।

৩. **কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বিন্যাস নিম্নরূপ ২৯৯ সদস্যবিশিষ্ট**

১। চেয়ারম্যান	১ জন
২। প্রেসিডিয়াম	৪১ জন
৩। মহাসচিব	১ জন
৪। ভাইস চেয়ারম্যান	৪১ জন
৫। যুগ্ম মহাসচিব	১৬ জন
৬। সাংগঠনিক সম্পাদক	৩১ জন
৭। বিভাগীয় সম্পাদক	২৩ জন
৮। যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক	৩১ জন
৯। যুগ্ম বিভাগীয় সম্পাদক	২৪ জন
১০। নির্বাহী সদস্য	৯০ জন

৪. **কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাগণ নিম্নরূপ :**

১। চেয়ারম্যান	১ জন
২। প্রেসিডিয়াম	৪১ জন
৩। মহাসচিব	১ জন
৪। ভাইস চেয়ারম্যান	৪১ জন

সম্পাদকমণ্ডলী :

৫। যুগ্ম মহাসচিব	১৬ জন
৬। সাংগঠনিক সম্পাদক	৩১ জন

বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলী :

৭। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৮। প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৯। দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১০। কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন

১১।	সমবায় বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১২।	ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৩।	সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৪।	তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৫।	আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৬।	যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৭।	শ্রম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৮।	শিল্প বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৯।	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২০।	মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন
২১।	পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২২।	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৩।	এন.জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৪।	সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৫।	সাহিত্য ও কৃষ্টি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৬।	শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৭।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৮।	প্রাদেশিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
২৯।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক	১ জন

বিভাগীয় যুগ্ম সম্পাদকমণ্ডলী :

৩০।	যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক :	৩১ জন
৩১।	যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৩২।	যুগ্ম প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৩।	যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক	২ জন
৩৪।	যুগ্ম কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৫।	যুগ্ম সমবায় বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৬।	যুগ্ম ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৭।	যুগ্ম সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৮।	যুগ্ম তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৩৯।	যুগ্ম আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪০।	যুগ্ম যুব বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪১।	যুগ্ম শ্রম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪২।	যুগ্ম শিল্প বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪৩।	যুগ্ম ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪৪।	যুগ্ম মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন

৪৫। যুগ্ম পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪৬। যুগ্ম আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪৭। যুগ্ম এন. জি.ও. বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪৮। যুগ্ম সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৪৯। যুগ্ম সাহিত্য ও কৃষ্টি বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৫০। যুগ্ম শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৫১। যুগ্ম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৫২। যুগ্ম প্রাদেশিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
৫৩. নির্বাহী সদস্য	৯১ জন

৫. সকল অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা/মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যভুক্ত হইবেন। তাঁহারা ২৯৯ জন সদস্যের অতিরিক্ত থাকিবেন। ইহা ব্যতিত পার্টির চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত সকল কমিটিসমূহ গঠনে ন্যূনতম ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ করার প্রয়াস থাকিতে হইবে। তবে আপাতত ৩৩% সদস্যপদ মহিলা সদস্য দ্বারা পূরণ বাধ্যতামূলক নয়।

৬. কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য এবং পদাধিকার বলে অন্তর্ভুক্ত ওই কমিটির সদস্য সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভা– কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির 'বর্ধিত সভা' হিসাবে গণ্য হইবে।

৭. জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি যে কোনো কারণে বিলুপ্ত হইলে বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে সে ক্ষেত্রে পার্টির চেয়ারম্যান পরবর্তী কমিটি না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকিবেন।

৮. কমিটি কোনো কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে বা অন্য কোনো কারণে নির্বাচিত কমিটি না থাকিলে পরবর্তীতে যথাসময়ে নির্বাচন করিয়া কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য চেয়ারম্যান একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি গঠন করিবেন। উল্লেখ্য যে, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠনের তারিখ হইতে ৪ মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ধারা–১২

জাতীয় পার্টির কাউন্সিল

উপ-ধারা :

১. জাতীয় পার্টির কাউন্সিল পার্টির সর্বোচ্চ পরিষদ।

২. প্রতি তিন বৎসর পর দলের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। কাউন্সিলের তারিখ, স্থান ও সময় প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। দলের চেয়ারম্যান যিনি প্রেসিডিয়ামেরও সভাপতি- তৎকর্তৃক কাউন্সিল অনুষ্ঠানের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

৩. প্রতি তিন বৎসর পর ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, প্রেসিডিয়াম ও মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাচন হইবে। অথবা কাউন্সিলে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার পর তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য সকল পদে নিয়োগদান করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

৪. প্রতি তিন বৎসর পর জেলা/মহানগর শাখাসমূহ হইতে জাতীয় পার্টির নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত কাউন্সিলর লইয়া জাতীয় পার্টির জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হইবে। প্রতিটি শাখা জাতীয় পার্টির ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্ব-স্ব অঞ্চলের শাখাসমূহে দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনী কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে। ঐ কাউন্সিল সভাসমূহ স্ব-স্ব কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচন এবং জাতীয় পার্টির জাতীয় কাউন্সিল সভায় যোগদানের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর নির্বাচিত করিবে। নির্বাচিত কাউন্সিলরদের তালিকা নাম ও পূর্ণ ঠিকানাসহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৭ দিনের মধ্যে রেজিস্টার্ড পোস্টযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

৫. জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনের জন্য কাউন্সিলর নির্ধারণ করিতে হইবে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় :

ক। ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

খ। উপজেলা ও পৌর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

গ। জেলা/মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

ঘ। জেলা/মহানগর নির্বাহী কমিটির যে কোনো ৩৫ জন। যা জেলা কমিটি/ মহানগর কমিটির প্রথম সাধারণ সভায় নির্ধারণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী প্রতি জেলা কমিটি/মহানগর-এর জাতীয় পার্টির মোট কাউন্সিলর নির্ধারিত হইবে। তাঁহারা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করিবেন। জেলা কমিটি/মহানগর কমিটির মোট কাউন্সিলরের দ্বিগুণ সংখ্যা হইবে প্রতি জেলার ডেলিগেট।

৬. কোনো আঞ্চলিক শাখা কোনো কারণবশত যদি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জাতীয় কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলর ও তাঁহাদের স্ব-স্ব শাখা কমিটি যথাযথ নিয়মে গঠন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম উক্ত নির্বাচনী অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলর মনোনয়ন দিতে পারিবে।

৭. উপরোক্ত (৬) ধারায় মনোনীত কাউন্সিলরগণ কাউন্সিলের সকল অধিকার ভোগ করিবেন। তবে জাতীয় পার্টির নির্বাহী কমিটিকে ঐ সকল অঞ্চলের ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচিত কমিটি ও কাউন্সিলর গঠন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অঞ্চলগুলিতে পার্টির প্রেসিডিয়াম মহাসচিবের প্রস্তাবে এডহক কমিটি গঠন করিয়া কাজ চালাইবে।

৮. জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী বা যে কোনো ক্ষেত্রে তাঁহার মতে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে জাতীয় কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে প্রাথমিক সদস্যভুক্ত ৫০ জন সদস্যকে প্রয়োজনবোধে কো-অপ্ট করিয়া জাতীয় পার্টির কাউন্সিলর মনোনীত করিতে পারিবেন।

৯. প্রত্যেক কাউন্সিলর কাউন্সিল সভায় যোগদানের পূর্বেই ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের চাঁদা ১০০ (এক শত) টাকা জাতীয় পার্টির দপ্তর সম্পাদকের নিকট জমা করিবেন। অন্যথায় কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের যোগ্য হইবেন না।

১০. মনোনয়ন, কো-অপশন বা জাতীয় পার্টির কোনো শাখার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য জাতীয় কাউন্সিল অন্যায়ভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া কোনো অভিযোগ করা চলিবে না এবং কাউন্সিলের কোনো কার্য বা সিদ্ধান্ত ঐ কারণে রদ, বাতিল, বে-আইনি বা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত এই ধরনের কোনো অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

গঠন প্রণালী : জাতীয় পার্টির কাউন্সিলে চেয়ারম্যান, প্রেসিডিয়াম, মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হইবে। কোনো কারণে সময়মতো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত না হইলে পরবর্তী কাউন্সিল না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটি বলবত থাকিবে।

ধারা–১৩

জাতীয় কাউন্সিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধি

জাতীয় কাউন্সিল গঠনে বিলম্ব হইলে বা কোনো কারণে জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হইতে না পারিলে প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পরামর্শ মোতাবেক দলের চেয়ারম্যান সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে সংগঠনের বিভিন্ন স্তর হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলর মনোনয়ন দিয়া জাতীয় কাউন্সিল গঠন করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত কাউন্সিল গঠিত হইলে আপনা হইতেই মনোনীত কাউন্সিল অবলুপ্ত হইবে।

ধারা–১৪

উপ-ধারা :

১. পার্টির চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে জাতীয় কাউন্সিলের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল সভা প্রতি তিন বৎসরে একবার প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

২. পার্টির চেয়ারম্যান প্রতি বৎসর নির্ধারিত তারিখ ও নির্ধারিত স্থানে জাতীয় কাউন্সিলের বাৎসরিক সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। বাৎসরিক সাধারণ সভা ও ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল সভায় মিলিত হইয়া পার্টির বাৎসরিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করিবেন।

৩. চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে জাতীয় পার্টির মহাসচিব যে কোনো সময়ে কাউন্সিল সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৪. জাতীয় পার্টির কাউন্সিল সভা আহ্বান করিতে সাধারণভাবে কমপক্ষে ৩০ দিনের নোটিশ দিতে হইবে। বিশেষ বিবেচনায় পার্টির চেয়ারম্যান নোটিশের সময় কমাইতে পারিবেন। নোটিশে আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে।

ধারা–১৫

জাতীয় পার্টির কাউন্সিল সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী

উপ-ধারা :

১. জাতীয় পার্টির কাউন্সিলের দায়িত্ব জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, প্রেসিডিয়াম, মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করা;

২. কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যাবলী পর্যালোচনা, মহাসচিবের রিপোর্ট গ্রহণ ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বিচার-বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ করিবে।

৩. জাতীয় কাউন্সিল সংগঠনের বাৎসরিক আয়-ব্যয়, হিসাব পরীক্ষা ও অনুমোদন করিবে।

৪. সংগঠনের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি অনুমোদন করিবে।

৫. জাতীয় পার্টির কাউন্সিল সভা একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করিবে যাহা চেয়ারম্যান, প্রেসিডিয়াম, মহাসচিবসহ একটি পরিপূর্ণ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাচন কাজ পরিচালনা ও সমাপ্ত করিবে।

৬. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে এক মাস পূর্বে চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে মহাসচিব নোটিশ মারফত জাতীয় কাউন্সিলের কর্মসূচি ঘোষণা করিবে।

৭. গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও সংস্কার প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে।

ধারা–১৬

জাতীয় কাউন্সিলের কোরাম

জাতীয় কাউন্সিলের সর্বমোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হইবে। মুলতবি সভার জন্য কোরাম প্রয়োজন হইবে না।

ধারা–১৭

ডেলিগেট

জাতীয় পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে কাউন্সিলরের দ্বিগুণ সংখ্যক বা প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ডেলিগেট যোগদান করিতে পারিবেন। উক্ত ডেলিগেট ১০০ (এক শত) টাকা চাঁদা প্রদান করিয়া অধিবেশনে প্রবেশাধিকার পাইবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু নির্বাচনী অধিবেশনে ভোট দিতে পারিবেন না বা থাকিতে পারিবেন না।

ধারা–১৮

রিকুইজিশন সভা

জাতীয় পার্টির কাউন্সিল সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুষ্ঠিত না হইলে এক-তৃতীয়াংশ কাউন্সিলরের স্বাক্ষর ও আলোচ্য বিষয় সংবলিত রিকুইজিশন পত্র মহাসচিব ও চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবার ৩০ দিনের মধ্যে মহাসচিব কাউন্সিল সভা আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন। কোনো কারণে মহাসচিব উক্ত সময়ের মধ্যে কাউন্সিল সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হইলে চেয়ারম্যান সভা আহ্বান করিবেন।

ধারা–১৯

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলী ও ক্ষমতা

উপ-ধারা

১. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সংগঠনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে। প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

২. পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসমূহের কর্তব্য ও দায়িত্বের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, সমন্বয় সাধন, তদারক ও তাদের সাহায্য করিবেন।

৩. জেলা/মহানগর ও কেন্দ্রীয় কমিটি ও অন্য যে কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৪. বিধি মোতাবেক কমিটিসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটাইবে।
৫. পার্টির অঙ্গ সংগঠনসমূহের কার্যকলাপের তদারক, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করিবে।
৬. প্রেসিডিয়ামের নির্দেশে অন্যান্য কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিবে।

ধারা–২০

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও তাঁহাদের ক্ষমতার বিন্যাস :

উপধারা-১ : প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জাতীয় পার্টিতে একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন। তিনি পার্টির সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইবেন। পার্টির কোনো জনসভায় তিনি উপস্থিত থাকিলে চেয়ারম্যানের উপরে তাহার স্থান হইবে। জাতীয় ও দলীয় যেকোনো বিষয়ে প্রয়োজন মনে করিলে চেয়ারম্যান তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

চেয়ারম্যান

উপ-ধারা-১ (১) :

ক. জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পার্টির সর্বপ্রধান কর্মকর্তা গণ্য হইবেন। তিনি পার্টির ঐক্য, সংহতি ও মর্যাদার প্রতীক। গঠনতন্ত্রের অন্য ধারায় যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেনো– জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকিবেন। এই ক্ষমতাবলে তিনি প্রয়োজনবোধে প্রতিটি স্তরের কমিটি গঠন, পুনঃগঠন, বাতিল, বিলোপ করিতে পারিবেন। তিনি যেকোনো পদ সৃষ্টি বা অবলুপ্ত করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টির যেকোনো পদে যেকোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ, যেকোনো পদ হইতে যেকোনো ব্যক্তিকে অপসারণ ও যেকোনো ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিবেন।

খ. পার্টির প্রধান নির্বাহী হিসাবে চেয়ারম্যান পার্টির প্রেসিডিয়ামের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, পার্টির সকল কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে জাতীয় কাউন্সিল, প্রেসিডিয়াম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, বিশেষ কমিটিসমূহ, পার্লামেন্টারি বোর্ড, পার্লামেন্টারি পার্টি ও চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য কমিটিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

গ. প্রয়োজনবোধে প্রেসিডিয়ামের সাথে পরামর্শক্রমে চেয়ারম্যান উপরোক্ত কমিটিসমূহের সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারিবেন।

ঘ. চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করিলে প্রেসিডিয়াম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য কমিটিসমূহের কাজ সাময়িকভাবে মুলতবি রাখার কিংবা প্রয়োজনবোধে বাতিল করিয়া পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ঙ. চেয়ারম্যান জাতীয় কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তবে এই ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে তিনি অন্য কোনো সদস্যের ওপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

চ. চেয়ারম্যান নিজ ক্ষমতাবলে প্রয়োজনমতো উপদেষ্টা নিয়োগ করিয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে পারিবেন। উপদেষ্টাগণ প্রেসিডিয়ামের নিচে এবং ভাইস চেয়ারম্যানের উপরে পদমর্যাদা ভোগ করিবেন। উপদেষ্টাদের মতামত সুপারিশ হিসাবে বিবেচিত হইবে। সিদ্ধান্তের প্রশ্নে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে উপদেষ্টাদের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

ছ. চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রেসিডিয়ামের একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

উপ-ধারা-২

(ক) সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান, কো-চেয়ারম্যান এবং অতিরিক্ত মহাসচিব

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পার্টিতে চেয়ারম্যানের পরের পদমর্যাদায় একজন সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান, অনধিক ৭ জন কো-চেয়ারম্যান এবং প্রয়োজনে মহাসচিবের পরের পদমর্যাদায় প্রেসিডিয়ামের মধ্য হইতে যে কাউকে ৮ বিভাগের জন্য অনধিক ৮জন অতিরিক্ত মহাসচিব নিয়োগ করিতে পারিবেন। কো-চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন।

(খ) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যানের দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান পার্টিতে সিনিয়র কো- চেয়ারম্যান কিংবা কো-চেয়ারম্যান পদে কেহ দায়িত্ব থাকিলে তাঁহাকে অন্যথায় প্রেসিডিয়ামের একজন সদস্যকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবেন এবং মনোনীত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রেসিডিয়ামের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করিলে জাতীয় ও দলীয় জরুরী প্রয়োজনে সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান, কো-চেয়ারম্যানবৃন্দ, মহাসচিব এবং অতিরিক্ত মহাসচিববৃন্দকে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। যাহা পরবর্তী প্রেসিড়িয়ামের সভায় অবহিত করা হইবে।

উপ-ধারা-৩

প্রেসিডিয়াম

পার্টির প্রধান নীতিনির্ধারণী সংস্থা হিসাবে পার্টির নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং পার্টির সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

উপ-ধারা-৪

মহাসচিব

ক. মহাসচিব পার্টির প্রধান কার্যকারক হিসাবে কর্ম সম্পাদন করিবেন।

খ. মহাসচিব চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি, প্রেসিডিয়াম এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করিবেন।

গ. তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন, কার্যাবলীর তদারক, সমন্বয় সাধন ও তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করিবেন।

ঘ. মহাসচিব কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

ঙ. তিনি জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে পার্টির বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট পেশ করিবেন।

চ. চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে তিনি জাতীয় কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভার কাজ পরিচালনা করিবেন।

ছ. তিনি প্রেসিডিয়াম কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান কার্যকারক হিসাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

জ. নিবন্ধনের শর্তাদি পরিপালন সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে অবহিতকরণের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঝ. রেজিস্টার্ড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত পার্টির আয়-ব্যয়ের হিসাব সময়মতো নির্বাচন কমিশনে দাখিল করিবেন।

ঞ. তিনি পদাধিকার বলে প্রেসিডিয়ামের সদস্য থাকিবেন এবং প্রেসিডিয়ামের সদস্য সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন।

মহাসচিবের দীর্ঘ সময় বিদেশে অবস্থান, দীর্ঘ অসুস্থতা কিংবা তিনি পদত্যাগ করিলে অথবা অন্যকোনোভাবে মহাসচিবের পদ শূন্য হইলে তদস্থলে যুগ্ম মহাসচিবের মধ্যে ক্রমানুসারে যিনি জ্যেষ্ঠতায় প্রথমে থাকিবেন তিনি ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

তবে প্রয়োজনে পার্টির চেয়ারম্যান অন্য কাহাকেও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নিয়োগ করিতে পারিবেন।

উপ-ধারা-৫

উপদেষ্টা পরিষদ

চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বিষয়ে চেয়ারম্যানকে নিয়মিত লিখিত মতামত ও পরামর্শ দিবেন। চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে বা নির্দেশে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ প্রেসিডিয়াম সভায় হাজির থাকিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে মতামত দিতে পারিবেন। কিন্তু সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে তাহাদের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

উপ-ধারা-৬ :

যুগ্ম-মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকগণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

ক. যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অন্যান্য সম্পাদকগণ তাহাদের স্ব-স্ব বিভাগের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করিবেন। নিজ নিজ বিভাগের কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলীর মাসিক সভায় মহাসচিবের নিকট পেশ করিবেন।

খ. দেশের বিভিন্ন বিভাগের ও বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম মহাসচিবগণ ও সাংগঠনিক সম্পাদকগণ স্ব-স্ব বিভাগের নির্বাচনী অঞ্চলভিত্তিক এলাকা ও উপজেলাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর বিন্যাস, পার্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও শাখাসমূহের নিয়মিত কার্যক্রম তদারক করিবেন।

উপ-ধারা-৭ :

কোষাধ্যক্ষ

ক. তিনি সংগঠনের তহবিল সংরক্ষণ ও হিসাব রক্ষণ করিবেন।

খ. তিনি সংগঠনের তহবিল পার্টি চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে জমা রাখিবেন।

গ. চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের নির্দেশ মোতাবেক তিনি সংগঠনের তহবিল থেকে রসিদের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করিবেন।

ঘ. তিনি মহাসচিবের পরামর্শে পার্টির বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করিবেন।

ঙ. তিনি অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ দলের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

উপ-ধারা-৮ :

জেলা থেকে নিম্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. সভাপতি নিজ নিজ কার্য নির্বাহী পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

খ. সভাপতি সংগঠনের কার্যাবলী পরিচালনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে প্রয়োজনীয় উপদেশ, পরামর্শ ও নির্দেশ দান করিবেন।

গ. সভাপতি প্রয়োজনবোধে সহ-সভাপতিগণকে সংগঠনের যে কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিবেন।

ঘ. সহ-সভাপতিবৃন্দ সংগঠনের বিভিন্ন কার্য পরিচালনায় সভাপতিকে সাহায্য করিবেন।

ঙ. সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিদের মাঝ থেকে ক্রমানুসারে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

চ. সাধারণ সম্পাদক নিজ নিজ নির্বাহী পরিষদের দ্বিতীয় নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

ছ. সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান, তারিখ, সময়, আলোচ্যসূচি নির্ধারণ ও সভার কাজ পরিচালনা করিবেন।

জ. সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ ও তাদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিবেন।

ঝ. সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যদের তালিকা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দলিলাদি সংরক্ষণ করিবেন।

ঞ. সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদের সভা ও স্ব-স্ব কাউন্সিল অধিবেশনের প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন ও তাহা পেশ করিবেন।

ট. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদকগণ স্ব-স্ব বিভাগের কর্মসূচি প্রণয়ন করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

ঠ. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

ড. অর্থ সম্পাদক স্ব-স্ব শাখা কমিটির তহবিল সংরক্ষণ করিবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ মোতাবেক সংগঠনের তহবিল থেকে রসিদের বিনিময়ে অর্থ প্রদান ও গ্রহণ করিবেন।

ঢ. অধীনস্থ কমিটিসমূহ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশক্রমে সভাপতি কমিটি অনুমোদন করবেন।

ধারা–২১ :

পার্লামেন্টারি বোর্ড

উপ-ধারা :

১. জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য পার্টির পক্ষ হইতে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হইবে।

২. জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ১১ সদস্য সমন্বয়ে পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করিবেন। পার্টির চেয়ারম্যান এবং মহাসচিব পদাধিকার বলে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্য সচিব থাকিবেন।

৩. পার্লামেন্টারি বোর্ড স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নির্বাচনেও দলীয় প্রার্থী মনোনীত করিবে।

৪. জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য পার্টির প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব পার্লামেন্টারি বোর্ড পালন করিবে। পার্লামেন্টারি বোর্ড মনোনয়নের বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ের সুপারিশও বিবেচনা করিবে। তবে সুপারিশের বাহিরেও মনোনয়ন দেওয়ার এখতিয়ার পার্লামেন্টারি বোর্ডের থাকিবে।

৫. কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করিতে পার্লামেন্টারি বোর্ড ঐকমত্যে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হইলে ভোটের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি সদস্যের সমর্থনপুষ্ট প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

৬. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করার সময় ন্যূনতম ৫% মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের প্রচেষ্টা থাকিতে হইবে।

৭. পার্লামেন্টারি বোর্ড জাতীয় সংসদের একটি মেয়াদকালীন সময়ের জন্য গঠিত হইবে।

ধারা–২২

পার্লামেন্টারি পার্টি

উপ-ধারা :

১. জাতীয় সংসদে পার্টির সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে পার্টির পার্লামেন্টারি পার্টি গঠিত হইবে।

২. পার্টির চেয়ারম্যান পার্লামেন্টারি পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মাঝ হইতে এই পার্টির নেতা, উপনেতা, চিফ হুইপ এবং হুইপবৃন্দ নির্বাচিত করিবেন।

৩. জাতীয় পার্টির সংসদীয় পার্টিভুক্ত প্রত্যেক সদস্য উক্ত পার্টির সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

উক্ত পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তই পার্টির সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, পার্লামেন্টারি পার্টি জাতীয় পার্টির সিদ্ধান্ত, দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও দলের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ধারা–২৩

জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পদমর্যাদা

১. জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, প্রেসিডিয়াম, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় সম্পাদক-মণ্ডলী নিম্নে বর্ণিত ক্রমানুসারে পার্টিতে মর্যাদা লাভ করিবেন

প্রধান পৃষ্ঠাপোষক	১ জন
১. চেয়ারম্যান	১ জন
২. প্রেসিডিয়াম	৪১ জন ক্রমানুসারে
৩. মহাসচিব	১ জন
৪. উপদেষ্টা পরিষদ	অনির্দিষ্ট

৫. ভাইস চেয়ারম্যান	৪১ জন ক্রমানুসারে
৬. যুগ্ম মহাসচিব	১৬ জন ক্রমানুসারে
৭. সাংগঠনিক সম্পাদক	৩১ জন ক্রমানুসারে
৮. বিভাগীয় সম্পাদক	২৩ জন ক্রমানুসারে
৯. যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক	৩১ জন ক্রমানুসারে
১০. বিভাগীয় যুগ্ম সম্পাদক	২৪ জন ক্রমানুসারে
১১. নির্বাহী সদস্য	৯০ জন ক্রমানুসারে

১২. জেলা/মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

১৩. অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

ধারা–২৪

অঙ্গ সংগঠনসমূহ

উপ-ধারা-১

জাতীয় পার্টির আদর্শ, উদ্দেশ্য প্রচার, আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পার্টির ৭টি অঙ্গ সংগঠন থাকিবে। উহার কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হইতে হইবে। অঙ্গসংগঠনসমূহের নামসমূহ :

১। জাতীয় যুব সংহতি
২। জাতীয় মহিলা পার্টি
৩। জাতীয় কৃষক পার্টি
৪। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক পার্টি
৫। জাতীয় ওলামা পার্টি
৬। জাতীয় সাংস্কৃতিক পার্টি
৭. জাতীয় প্রাক্তন সৈনিক পার্টি
৮. জাতীয় তরুণ পার্টি

ক. জাতীয় পার্টি জাতীয় পর্যায় হইতে নিম্নতম সকল পর্যায়ে তার অঙ্গ সংগঠনের মূল কমিটিগুলিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবে। অঙ্গ সংগঠনগুলির জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কমিটি কমিটি গঠনের সময় সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের জাতীয় পার্টির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

খ. অঙ্গ সংগঠনসমূহ স্ব-স্ব গোষ্ঠীর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে জাতীয় পার্টির নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবে এবং সেগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী, যুবকদের সাথে দলের সম্পর্ক নিবিড় করিয়া তুলিবে।

গ. অঙ্গ সংগঠনসমূহ স্ব স্ব ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে।

উপধারা-২

জাতীয় পার্টির সহযোগী সংগঠনসমূহ নিজস্ব গঠনতন্ত্র এবং ঘোষণাপত্র অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। উপরোক্ত কমিটিসমূহে জাতীয় পার্টি জাতীয় পর্যায় হইতে নিম্নতম সকল পর্যায়ে কমিটি গঠন ও পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিবে না। নিম্নোক্ত সহযোগী সংগঠন থাকবে।

ক. জাতীয় শ্রমিক পার্টি
খ. জাতীয় আইনজীবী ফেডারেশন
গ. জাতীয় ছাত্র সমাজ
ঘ. জাতীয় মৎস্যজীবী পার্টি
ঙ. জাতীয় তাঁতী পার্টি
চ. জাতীয় মটর শ্রমিক পার্টি
ছ. জাতীয় হকার্স পার্টি

উপধারা-৩

জাতীয় পার্টির নীতি আদর্শের সাথে একাত্ম থাকিলে অন্য গোষ্ঠি কিংবা পেশাজীবী সংগঠনকেও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সহযোগি সংগঠন হিসেবে অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা–২৫

জাতীয় পার্টির বিভিন্ন স্তরের কাউন্সিল ও নির্বাচন

১. কেন্দ্রীয় কমিটি ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হইবে। জাতীয় পার্টির অন্যান্য স্তরের নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ২ বছর হইবে।

ধারা–২৬

নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

জাতীয় পার্টির সর্বস্তরের কাউন্সিল সভায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন চেয়ারম্যান ও ৪ সদস্য সমন্বয়ে– একটি করিয়া নির্বাচন পরিচালনা কমিটি– পার্টির প্রত্যেক স্তরে স্ব-স্ব কাউন্সিল সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

ধারা–২৭

জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাহী কমিটিসহ সকল ধরনের কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত মতবিরোধ, দলের নির্বাচন ও কমিটি গঠন লইয়া মতপার্থক্য, মত-বিরোধ নিষ্পত্তির

জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন। তবে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠানের ২১ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে বাধ্য থাকিবে। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রেসিডিয়ামে আপিল করা যাইবে। প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্তই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা–২৮

সভা, নোটিশ ও কোরাম

উপ-ধারা :

১. নির্বাচনী অঞ্চল হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত দুই মাসে কমপক্ষে একবার নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
২. এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে। তবে জরুরি সভার ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতেও কোরাম হইবে।
৩. সাধারণ সভার জন্য ৭ দিনের, জরুরি সভার জন্য ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দিতে হইবে।
৪. সাধারণ সম্পাদক সভার নোটিশ প্রদান করিবেন। প্রয়োজনবোধে সভাপতি জরুরি সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

ধারা–২৯

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা

উপ-ধারা

১. তিন মাসে কমপক্ষে একবার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
২. সাধারণ সভার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, জরুরি সভার জন্য এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।
৩. সাধারণ সভার জন্য ৭ দিন, জরুরি সভার জন্য ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দিতে হইবে।
৪. প্রেসিডিয়াম সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ সভার জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং জরুরি সভার জন্য এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।
৫. প্রেডিসিয়ামের সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে ৭ দিন এবং জরুরি সভার জন্য কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টার সময় দিয়া সভা আহবান করিতে হইবে।

ধারা–৩০

পার্টির শৃঙ্খলা বিষয়ক নীতিমালা

উপ-ধারা :

১. কোন সদস্য জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র, কর্মসূচি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হইলে বা অংশগ্রহণ করিলে এবং জাতীয় পার্টির কাউন্সিল, নির্বাহী কমিটি, সংসদীয় বোর্ড বা সংসদীয় পার্টির বিরুদ্ধে কোনো কাজ

করিলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান প্রেসিডিয়ামের সহিত আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে তাহার বিরুদ্ধে যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২. জেলা পর্যায়ের অধস্তন কমিটিসমূহের কর্মকর্তা অথবা যে কোনো সদস্যের শৃঙ্খলাজনিত বিষয়গুলি জেলা কমিটি নিস্পত্তি করিবে।

৩. কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ প্রাপ্তির পরে সেই স্তরেই অভিযোগটি যাচাই করার পর সাধারণ সম্পাদক বিষয়টি নির্বাহী কমিটির সভায় পেশ করিবেন। অভিযোগটি যদি নিস্পত্তিযোগ্য হয় তাহা হইলে প্রথম সভাতেই তাহা নিস্পত্তি করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রেহাই দেবেন।

৪. অভিযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রেহাই দেওয়া না হয় তখন উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১৫ দিনের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া উপযুক্ত কারণ দর্শাইবার সুযোগদানের জন্য সাধারণ সম্পাদক পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন যোগে নোটিশ দেবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কোনো বক্তব্য প্রদান না করিলে সাধারণ সম্পাদক জেলা কমিটিতে প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটি তাহাদের কার্যনির্বাহী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করিবেন।

৫. অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের বিষয়ে কোনো জবাব দিলে সাধারণ সম্পাদক জেলা কমিটির এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য জেলা নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক তদন্ত কমিটি গঠন ও তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করতঃ স্বীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সভায় বিষয়টি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করিবেন।

৬. জেলা কমিটি এবং তার উপরস্থ কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের শৃঙ্খলা বিষয়ক অভিযোগসমূহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নিস্পত্তি করিবে।

৭. কোনো সদস্যের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া পার্টির মহাসচিব তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। প্রেসিডিয়াম সভায় সিদ্ধান্ত হইবে।

৮. কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের এক মাসের মধ্যে শাস্তি মওকুফের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট আপিল করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ও সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা–৩১

বিবিধ বিধান

উপ–ধারা :

১. প্রত্যেক স্তরের জাতীয় পার্টির কাউন্সিল কর্তৃক কমিটি গঠনের পর পরবর্তী উচ্চতর কমিটি দ্বারা অনুমোদন করাইতে হইবে। অন্যথায় কমিটির কার্যক্রম বৈধতা পাইবে না। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান যেকোনো স্তরের কমিটিকে সরাসরি অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন।

২. জাতীয় পার্টির জেলা, উপজেলা/থানা, পৌর ও ইউনিয়ন কমিটি দুই বৎসরে অন্তপক্ষে একবার কাউন্সিল সভা আহ্বান করিবে। পার্টির অতীব জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলীয় নীতির বাস্তবায়ন বা গুরুত্বপূর্ণ পদের শূন্যতা পূরণসহ স্থানীয় জাতীয় বিষয়সমূহের বা দলের উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষর ও আলোচ্য বিষয় সংবলিত রিকুইজিশনপত্র সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করার ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বানে বাধ্য থাকিবেন।

কোনো কারণে যদি সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতি উক্ত সময়ের মধ্যে সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উপরোক্ত স্বাক্ষরকারীগণ নিজেদের মধ্য হইতে যাহাকে মনোনীত করিবেন তিনি সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৩. জেলা, উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন কমিটি যথাক্রমে কমপক্ষে ৩ মাস পরপর একটি সভা আহ্বান করিবে। সাধারণ সম্পাদক/ মহাসচিব যদি সভা আহ্বান না করেন তবে কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য ৪০ জন এবং পরবর্তী স্তরের জন্য ২০ জনের স্বাক্ষরযুক্ত রিকুইজিশনপত্র প্রদানের পর ২১ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন। সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও এক কপি রিকুইজিশন-পত্র সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবেন।

কোনো কারণে যদি সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতি উক্ত সময়ের মধ্যে সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উপরোক্ত স্বাক্ষরকারীগণ নিজেদের মধ্য হইতে যাহাকে মনোনীত করিবেন তিনি সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৪. জাতীয় পার্টির উচ্চতর কমিটির সদস্যগণ অধস্তন যে কোনো কমিটির সভায় যোগদান ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫. বিভিন্ন স্তরের নির্বাহী কমিটির সভায় কোনো সদস্য কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ সাময়িকভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। অনুপস্থিত সদস্যের নিকট হইতে কারণ ব্যাখ্যা চাহিয়া নোটিশ প্রদান করা যাইতে পারে। নোটিশ প্রাপ্তির পর উক্ত সদস্য যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে বা প্রদত্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে।

৬. কোনো সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি লিখিতভাবে মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদককে জানাইবেন।
সাধারণ সম্পাদক সভাপতি/চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে তাহার পদত্যাগপত্র চূড়ান্ত করিবেন। তবে তিনি যদি কোনো কর্মকর্তা হন তাহা হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন।

৭. জাতীয় পার্টির পার্লামেন্টারি পার্টি জাতীয় সংসদে ও সরকার পরিচালনায় জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত গৃহীত নীতিমালা, দর্শন, আদর্শ ও কর্মসূচির বাস্তব প্রতিফলন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঘটানোর জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাইবে।

৮. কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা (সকল নিয়মিত সদস্য এবং পদাধিকার বলে গণ্য সদস্য লইয়া গঠিত) ৬ মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত ইইবে।

ধারা–৩২

বিশেষ কমিটি গঠন

পার্টির চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করিলে পার্টির নেতা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও পারদর্শী ব্যক্তিদের লইয়া বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিবেন। সেই মোতাবেক নিম্নলিখিত কমিটি গঠন করা যাইবে।

১. তথ্য, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনা
২. অর্থ ও জাতীয় পরিকল্পনা
৩. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
৪. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন
৫. খাদ্য ও কৃষি
৬. নিরক্ষরতা দূরীকরণ
৭. শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য
৮. শ্রম কল্যাণ ও শিল্প
৯. যুব কল্যাণ
১০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
১১. নারী-শিশু কল্যাণ
১২. এন.জি.ও. বিষয়ক
১৩. কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন
১৪. দুর্যোগ ও ত্রাণ
১৫. সমাজ উন্নয়ন

ধারা–৩৩

জাতীয় পার্টির তহবিল, তহবিলের উৎস

১. প্রাথমিক সদস্যপদ লাভের চাঁদা।
২. সাধারণ সদস্যদের বাৎসরিক সদস্যপদ নবায়ন চাঁদা।
৩. প্রতিটি সংগঠনের সকল স্তরের মঞ্জুরি চাঁদা বাবদ ধার্যকৃত অর্থ।
৪. সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, বই ইত্যাদি দলিল।
৫. সংগঠনের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে আয়।
৬. সদস্যদের মাসিক চাঁদা।
৭. সংগঠন সমর্থকদের এককালীন ইচ্ছাকৃত দান।
৮. বিশেষ তহবিলের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে দান হিসাবে সংগৃহীত অর্থ। এখানে উল্লেখ্য, যে কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, একাধিক কোম্পানির গ্রুপ কিংবা বেসরকারি সংস্থা হইতে চাঁদা দান অথবা অনুদান গ্রহণ করা হইবে।

ধারা–৩৪

তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি

১. সংগঠনের প্রতিটি স্তরের চাঁদা, এককালীন অর্থ অবশ্যই ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত ছাপানো রসিদের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে হইবে।
২. প্রতিটি রসিদ ও মুড়িতে মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর-সীলমোহর থাকিতে হইবে।

ধারা–৩৫

তহবিল সংরক্ষণ ও ব্যাংকিং পদ্ধতি

১. জাতীয় পার্টির নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকিবে। পার্টির নামে আদায়কৃত অর্থ সংগঠনের নামে ব্যাংকে জমা হইবে এবং সংগঠনের হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ থাকিবে।
২. চেয়ারম্যান, মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ এই তিনজনের যে কোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হইবে। জাতীয় পার্টির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হইতে টাকা উত্তোলন করা যাইবে।
৩. প্রতি বছর পার্টির আয়-ব্যয়ের হিসাব করা হইবে। রেজিস্টার্ড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক দলের পূববর্তী পঞ্জিকা বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব পরবর্তী বৎসরের ৩১ জুলাই-এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হইবে।

ধারা–৩৬

চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

স্বাস্থ্যগত বা ব্যক্তিগত যে কোনো কারণে পার্টির চেয়ারম্যান তাঁহার মেয়াদকালীন সময়ে পদত্যাগ করিতে চাইলে তিনি পার্টির প্রেসিডিয়ামের সভা আহ্বান করিবেন এবং সেই মর্মে তাহার পদত্যাগপত্র পেশ করিবেন। প্রেসিডিয়াম পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলে পরবর্তী

কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত কার্য সম্পাদনের জন্য যদি কেহ সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান কিংবা কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে থাকেন, তাহলে তিনি অন্যথায় প্রেসিডিয়াম সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন।

ধারা–৩৭

চেয়ারম্যানের অপসারণ

উপ–ধারা

কোনো কারণে চেয়ারম্যানের অপসারণের প্রয়োজন দেখা দিলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১. প্রেসিডিয়াম জাতীয় কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন।
২. উক্ত জাতীয় কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনের একমাত্র বিষয়বস্তু হইতে হইবে চেয়ারম্যানের অপসারণ সম্পর্কিত দাবি।
৩. চেয়ারম্যান অপসারণ সম্পর্কিত দাবিতে অপসারণের ব্যাখ্যা সংবলিত কারণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকিতে হইবে।
৪. জাতীয় কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোট যদি দাবির পক্ষে হয়, তাহা হইলে চেয়ারম্যান অপসারিত হইবেন।
৫. চেয়ারম্যান অপসারিত হইলে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত কার্যক্রমের জন্য প্রেসিডিয়ামের সভায় প্রেসিডিয়াম সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হইবে।

ধারা–৩৮

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা, সংশোধনী, সংযোজন-পরিমার্জন

উপ-ধারা

১. এই গঠনতন্ত্রের যে কোনো ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনো বিতর্ক উত্থাপিত হইলে পার্টির প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।
২. গঠনতন্ত্রের অনুল্লেখিত বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রেসিডিয়ামের সহিত পরামর্শক্রমে পার্টির চেয়ারম্যান প্রদান করিবেন।
৩. গঠনতন্ত্রের কোনো সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা নতুন বিধি-উপবিধি প্রণয়ন করিতে হইলে সেই জন্য চেয়ারম্যান একটি ৩ সদস্যের গঠনতন্ত্র উপকমিটি গঠন করিবেন। উপকমিটি গঠনতন্ত্রের সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা নতুন বিধি-উপবিধির ব্যাপারে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপন করিবেন তাহা প্রেসিডিয়াম কর্তৃক অনুমোদিত হইবে। অনুমোদনের পর সংশোধনী বা সংশোধনীসমূহ জাতীয় কাউন্সিলে গঠনতন্ত্র উপকমিটির আহ্বায়ক উপস্থাপন করিবেন। কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হইলে তাহা গঠনতন্ত্রে সংযোজন হইবে।
৪. গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা, উপ-ধারার সংশোধন সংযোজন একমাত্র জাতীয় কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে করিতে হইবে।

ধারা–৩৯

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে প্রেসিডিয়ামের সহিত আলোচনা করিবেন।

পরিশিষ্ট 'ক'

প্রাথমিক সদস্যপদের আবেদনপত্রের নমুনা

(মনোগ্রাম)

মাননীয় চেয়ারম্যান,

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামী আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সামাজিক প্রগতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আমি স্ব-ইচ্ছায় এবং সুস্থ মনে জাতীয় পার্টির 'প্রাথমিক সদস্য' পদ লাভ করিতে ইচ্ছুক। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নে আমার বিস্তারিত ব্যক্তিগত বিবরণ পেশ করিতেছি :

প্রতি : মাননীয় চেয়ারম্যান
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জাতীয় পার্টি, ঢাকা।

১। নাম : ..... (ডাক নাম) :.....
২। পিতা/স্বামীর নাম : .....
৩। জন্মস্থান : ..... ৪। জন্মের তারিখ : .....
৫। স্থায়ী ঠিকানা (ক)..... (খ) ডাকঘর.....
(গ) উপজেলা : .....(ঘ) জেলা : .....
৬। বর্তমান ঠিকানা : .....
৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....
৮। রাজনৈতিক, সামাজিক ও কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ .....

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও নির্দেশাবলী মানিয়া চলিব এবং নিঃস্বার্থভাবে আপামর জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করিয়া যাইব।

স্থান ..... স্বাক্ষর .....
তারিখ .....পুরা নাম .....

(শুধুমাত্র দফতরের ব্যবহারের জন্য)

১। স্থানীয় নির্বাহী কমিটির মতামত :

স্থানীয় ক্রমিক সংখ্যা..... স্থানীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতির স্বাক্ষর .....

স্থান ও তারিখ :

২। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মতামত

কেন্দ্রীয় ক্রমিক সংখ্যা

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মহাসচিবের স্বাক্ষর .....

তারিখ .....

২০১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির নবম জাতীয় কাউন্সিলে অনুমোদিত গঠনতন্ত্র জাতীয় পার্টির মহাসচিব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য : এক শত টাকা।

জাতীয় পার্টির দলীয় সঙ্গীত

নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা

– হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম। |— ২
নব জীবনের ফুল ফোটাবো
প্রাণে প্রাণে আজ দীক্ষা নিলাম,
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা |— ২
নতুন করে আজ শপথ নিলাম।

যেখানে থাকবে না দুর্নীতি দুঃশাসন,
যেখানে থাকবে না নিপীড়ন নির্যাতন, |— ২
যেখানে থাকবে না বঞ্চনা গঞ্জনা,
সেখানে আমাদের ঠিকানা লিখলাম।
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা,
নতুন করে আজ শপথ নিলাম। |— ২

মাটি আর মানুষের সমন্বয় সাধনে,
সুখ সমৃদ্ধি আসবে জীবনে,
এগিয়ে চলবো সমুখের পানে,
স্রষ্টার কাছে এই শপথ নিলাম। |— ২
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম। |— ২
নব জীবনের ফুল ফোটাবো,
প্রাণে প্রাণে আজ দীক্ষা নিলাম।
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা
নতুন করে আজ শপথ নিলাম। |— ২
নতুন বাংলাদেশ গড়বো মোরা। ___

(দলীয় সঙ্গীত গাইবার সময় দয়া
করে আপনিও অংশগ্রহণ করুন)